'ক' সেট
নমুনা উত্তর
এসএসসি-২০১৮
বিষয় ঃ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (সৃজনশীল)
(২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)
বিষয় কোড ঃ ১৫১

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট **পূর্ণমান : ৫০**

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

*	প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু এ নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত নয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর এ নমুনা উত্তরের চেয়ে ভালো, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।	
*	প্রদত্ত নমুনা উত্তরের কোন বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
*	উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল প্রদত্ত নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।	
*	পরীক্ষার্থীর দক্ষতাস্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য ১/২ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।	

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (Sample Answer)

এসএসসি পরীক্ষা ২০১৮

বিষয় ঃ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান **বিষয় কোড ঃ ১৫১**

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (ক)	১	সংগঠনের যে কোনো শুদ্ধ সংজ্ঞা লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

১নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবারের বিভিন্ন কাজগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধন করাকেই সংগঠন বলে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (খ)	২	গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা লিখে ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	গৃহ ব্যবস্থাপনার যে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য লিখলে /গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা লিখলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

১নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

গৃহ ব্যবস্থাপনা পরিবারিক জীবন যাপনের প্রশাসনিক দিক। অর্থাৎ পারিবারিক লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য মানবীয় ও বস্তু বাচক সম্পদসমূহের ব্যবহারের পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাই হচ্ছে ব্যবস্থাপনা। যার জন্য প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন করা হয়া।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (গ)	৩	উদ্দীপনা গুণটি ব্যাখ্যা দিয়ে উদ্দীপকের সাথে সমন্বয় করতে পারলে
	২	উদ্দীপনা গুণটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	উদ্দীপনা গুণটি লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

১নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মিতার মধ্যে উদ্দীপনা গুণটি বিদ্যমান থাকায় আনন্দের সাথে সে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। যখন যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন কাজের গুরুত্ব সমন্ধে বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টাকেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা বলা যেতে পারে। এই গুণটি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে কাজগুলো আগ্রহও আনন্দের সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

মিতা একজন সুগৃহিনী। তিনি যে কোনো কাজ করতে গেলে কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস রাখেন এবং পরিকল্পনা মাফিক নিষ্ঠার সাথে লক্ষ্য অর্জন করেন ও আনন্দ পান। এর ফলে পরিবারের লক্ষ্য অর্জন করা সহজ সাধ্য হয়। তাই বলা যায় মিতার মধ্যে উদ্দীপনা গুণটি বিদ্যমান থাকায় আনন্দের সাথে তিনি লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (ঘ)	৪	সৃজনী শক্তি খুব সহজেই নতুনত্ব তৈরি করতে পারে এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে নীপা যে একজন সুগৃহব্যবস্থাপক তা যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে /যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারলে
	৩	সৃজনী শক্তি খুব সহজেই নতুনত্ব তৈরি করতে পারে এই বিষয়টি উদ্দীপকের সাথে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারলে
	২	সৃজনী শক্তি গুণটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	সৃজনী শক্তি গুণটি লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

১নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

গৃহ পরিচালনায় নিপা একজন সুগৃহব্যবস্থাপক। তার মধ্যে সৃজনী শক্তি গুণটির বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। গৃহ পরিবেশকে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে হলে যে নতুনত্ব সৃষ্টি করা হয় তাকেই সৃজনী শক্তি বলে। সৃজনী শক্তির মাধ্যমে একজন গৃহ ব্যবস্থাপক তার কল্পনার জগতে চিন্তার মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। ফলে প্রতিটি গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় নিপা তার কল্পনা শক্তি দিয়ে পারিবারিক কাজে নতুনত্ব তৈরি করতে পারেন। এগুলো প্রধানত গৃহ ব্যবস্থাপকের সৃজনী শক্তি গুণাবলীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সৃজনী শক্তির সাহায্যে নিপা যে কোন কাজের ফলাফল কি হতে পারে সে সমন্ধে আন্দাজ করে তার কাজ পরিচালনা করতে পেরেছেন। এমনকি পূর্ব নির্ধারিত কোনো কাজ পরিবর্তনের সময়ও সৃজনী শক্তি ব্যবহার করে কাজটি সহজে করতে পেয়েছেন।

অর্থাৎ বলা যায় যে, নিপা একজন সুগৃহব্যবস্থাপক। কারণ তিনি সৃজনী শক্তি ব্যবহার করে গৃহকে আকর্ষণীয় করে তুলে পারিবারিক কাজে নতুনত্ব তৈরি করতে পেয়েছেন।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (ক)	১	সম্পদের যে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

২নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

যা ব্যবহার করে আমরা তৃপ্ত হই, আমাদের চাহিদা মেটাতে পারে, অভাব দূর করতে পারে এবং লক্ষ্য অর্জন সহায়তা করে তাই সম্পদ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (খ)	২	পরিকল্পনার সংজ্ঞা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা দিতে পারলে
	১	পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

২নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যে সব কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় তার পূর্বে কাজটি কিভাবে করা হবে, কেন করা হবে ইত্যাদি সমন্ধে চিন্তা ভাবনা করার নাম পরিকল্পনা। পরিবারের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পূর্ব থেকে স্থির করে সেই উদ্দেশ্য সফল করাই হল পরিকল্পনা। অর্থাৎ পরিকল্পনা পূর্ব থেকে স্থির করা কার্যক্রম।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (গ)	৩	সীমা যে কাজটি করেছেন তা সম্পদের পরস্পর পরিবর্তনশীলতা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। বহুবিধ ব্যবহার রূপান্তযোগ্য এবং সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পদকে পরিবর্তনশীল করেছে তা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সমন্বয় করতে পারলে
	২	সম্পদের পরস্পর পরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	সম্পদের পরস্পর পরিবর্তনশীলতা লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

২নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সীমা গৃহ পরিকল্পনার প্রতিটি কাজ সম্পদ ব্যবহারের পরস্পর পরিবর্তনশীলতা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। পরস্পর পরিবর্তনশীলতা বলতে বুঝায় যে কোনো সম্পদ একইভাবে ব্যবহার না করে একটি সম্পদকে ভিন্ন উপায়ে বা নতুনত্ব তৈরি করে সম্পদের উপযোগীতা বৃদ্ধি করা। একই সম্পদকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা যায় যেমনঃ ডাইনিং টেবিলকে পড়ার টেবিল হিসেবে ব্যবহার। রূপান্তরযোগ্য যেমন পুরানো শাড়ি দিয়ে কাঁথা তৈরি আবার একটি সম্পদ ব্যবহার করে অন্য সম্পদ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। উদ্দীপকে সীমা খাবার শেষে ডাইনিং টেবিলকে পড়ার টেবিল হিসাবে ব্যবহার করেন। বাচ্চাদের ব্যবহৃত খাতা বই দিয়ে প্যাকেট বানিয়ে বাড়তি আয় করেন। এছাড়াও উঠানে সবজি চাষ করার মাধ্যমে তিনি সম্পদের পরস্পর পরিবর্তনশীলতা ঘটিয়ে গৃহ পরিকল্পনার প্রতিটি কাজ সম্পাদন। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে সীমা সম্পদের পরস্পর পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে প্রতিটি কাজ করেছেন।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (ঘ)	৪	সীমা মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদ ব্যবহার করে তার যাবতীয় চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবহারের পারদর্শিতা দেখিয়েছে তা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে /যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারলে
	৩	বস্তুগত সম্পদ / মানবীয় সম্পদ ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে মিলাতে পারলে
	২	বস্তুগত /মানবীয় সম্পদ লিখে ব্যাখ্যা দিতে পারলে
	১	বস্তুগত /মানবীয় সম্পদ লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

আমি মনে করি সীমা যাবতীয় চাহিদা পূরণে সকল সম্পদের ব্যবহারের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সম্পদকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : মানবীয় সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ। মানবীয় সম্পদ যা মানুষের গুণ, চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। বস্তুবাচক সম্পদ হলো বস্তু বা সেবা চাহিদা পূরণে সহায়ক। উদ্দীপকে দেখা যায় সীমা খাবার শেষে ডাইনিং টেবিলকে পড়ায় টেবিল হিসাবে ব্যবহার করেন। বাচ্চাদের বই খাতা দিয়ে প্যাকেট বানিয়ে বাড়তি আয় করেন। এছাড়াও উঠানে সবজি চাষ করেন। এগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে তার অর্থেরও সাশ্রয় ঘটেছে। এখানে দেখা যায় বস্তুবাচক যেমন ডাইনিং টেবিল, বই খাতা, উঠান ব্যবহার করেছেন। আবার এগুলোকে নানাবিধ উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে বিকল্প বা সৃষ্টির উপায় বের করেছেন। যা তার জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। এগুলো মানবীয় সম্পদের মধ্যে পড়ে। সুতরাং বলা যায় যে সীমা যাবতীয় চাহিদ;া পূরণে সকল সম্পদের ব্যবহারে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (ক)	১	বস্তুগত সম্পদের সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

যে বস্তু ও সবে চাহিদা পূরণে সহায়ক তাই বস্তুগত সম্পদ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (খ)	২	কাজের সঠিক স্থান ও সঠিক সরঞ্জামের ব্যবহার শক্তির সুষ্ঠ ব্যবহারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

কাজের সঠিক স্থান ও সঠিক সরঞ্জামের ব্যবহার শক্তির সুষ্ঠ ব্যবহার কৌশলের মধ্যে পড়ে। কাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে কাজ করলে কম শক্তি খরচ করে কাজ করা যায়। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো কাজের স্থানে থাকলে অযথা হাঁটাহাঁটিতে শক্তির অপচয় হয় না। কাজের উপযোগী সঠিক সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলেও শক্তির সাশ্রয় হয়। আর এগুলোই হলো শক্তির সুষ্ঠ ব্যবহারের কৌশল।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (গ)	৩	উদ্দীপক অনুযায়ী খাত উল্লেখ পূর্বক পরিপূর্ণ বাজেট তৈরি করতে পারলে
	২	বাজেট তৈরিতে আংশিক চিত্র দেখাতে পারলে (৩/৪ খাত দেখাতে পারলে)
	১	বাজেটের যে কোনো একটি খাতের চিত্র দেখাতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মিসেস রেহেনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫জন। তাদের মোট আয় ৩৫,০০০/- টাকা। মাসিক আয় অনুযায়ী পরিবারের জন্য একটি মাসিক বাজেট নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্র.	খাত	মোট খরচ	শতকরা হার
১	খাদ্য	১৪,০০০/-	৪০%
২	বাসস্থান	১০,৫০০/-	৩০%
৩	বস্ত্র	৭০০/-	২%
৪	শিক্ষা	৪০৬০/-	১১.৬৭%
৫	চিকিৎসা	১৭৫০/-	৫%
৬	সদস্যদের ব্যক্তিগত কার্যাবলী	৮১৬/-	২.৩৩%
৭	অন্যান্য খরচ	২৫৬৫/-	৭.৩৩%
৮	সঞ্চয়	৪৬৬/-	১.৩৩%
		৩৫,০০০/-	১০০%

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (ঘ)	৪	বাজেট তৈরি করার নিয়ম যেমন কোন খাতে ব্যয় হবে তা নির্ধারন, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা কর্মের তালিকা নির্ধারণ মৌলিক চাহিদা পূরণ, সঞ্চয়ের খাত উল্লেখ করে মিসেস রেহেনার সঞ্চয় করার যুক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	বাজেটের নিয়মগুলো উল্লেখ করে উদ্দীপকের সাথে সংযোগ সাধন করতে পারলে
	২	বাজেট তৈরির যে কোনো ২টি নিয়ম লিখতে পারলে
	১	বাজেট সম্পর্কে ধারণা দিতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

বাজেট হলো অর্থ ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের ব্যয় ও সঞ্চয় করার পূর্ব পরিকল্পনা হচ্ছে বাজেট। বাজেট তৈরির সময় কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। যেমন-

- পরিবারের মোট আর্থিক আয় নির্ধারণ করতে হবে।
- পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা কর্মের তালিকা নির্ধারণ করতে হবে।
- মৌলিক চাহিদাগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- কোন খাতে কত ব্যয় করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।
- সঞ্চয়ের খাত অবশ্যই থাকতে হবে।

মিসেস রেহেনার অসুস্থ শাশুড়ি, কলেজ স্কুল পড়ুয়া দুই সন্তান নিয়ে পাঁচ সদস্যের পরিবার। এর মধ্যে তারা ভাড়া বাড়িতে থাকেন। পরিবারের এর মধ্যে তারা ভাড়া বাড়িতে থাকেন। পরিবারের সকল সদস্যদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে এবং কিছু টাকা সঞ্চয়ও করে থাকেন। আয়ের সাথে ব্যয়ের সমতা রাখেন, কোন খাতে কত ব্যয় হবে তা নির্ধারণ করেন। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় মিসেস রেহানা সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে বাজেট তৈরি করায় তিনি অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন।

৪নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (ক)	১	বর্ধনের সংজ্ঞা / যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বর্ধন হলো পরিমানগত পরিবর্তন। এর ফলে আকার আকৃতির পরিবর্তন হয়।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (খ)	২	কৈশোরের মনোসমাজিক সমস্যা যা বাইয়ে থেকে বোঝা যায় না। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না/অর্ন্তমুখী সমস্যার যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য লিখতে পারলে।
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কৈশোরের যে মনো সামাজিক সমস্যাগুলো বাইরে থেকে খুব একটা বোঝা যায় না তাকে অর্ন্তমুখী সমস্যা বলে। অর্ন্তমুখী সমস্যাগ্রস্থ ছেলে মেয়েরা নানা ধরণের মানসিক ও আবেগীয় জটিলতায় ভোগে। যেমন-হাতাশা উদ্বেগ ইত্যাদি।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (গ)	৩	মধ্য শৈশব / ৬-১১ বছরের ছেলে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে মিলাতে পারলে
	২	মধ্য শৈশব / ৬-১১ বছরের ছেলে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	মধ্য শৈশব নামটি উল্লেখ করতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মুসা মধ্য শৈশব স্তরে অবস্থান করছে। মুসার বয়স ৮ বছর। ৬-১১ বছরের ছেলে মেয়েদের মধ্য শৈশব বলে ধরা হয়। মধ্য শৈশবের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বয়সের ছেলে মেয়েরা তাদের চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। নতুন নতুন দায়িত্ব পালনে দক্ষ হয়। খেলাধূলায় দক্ষ হয়। তারা যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করে। বন্ধুত্ব তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকে মুসার মধ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গুলো দেখতে পাই। তাই বলা যায় মুসা মধ্য শৈশব স্তরে অবস্থান করছে।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (ঘ)	৪	কৈশোর কালের বয়স সীমা উল্লেখ করে এই বয়সের বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন বিমূর্ত চিন্তা করতে পারা নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরি হওয়া বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে রাব্বির বয়সের সাথে তার বিকাশমূলক কার্যকলাপ সংগতিপূর্ণ তা উল্লেখ করতে পারলে।
	৩	কৈশোর কালের বয়স সীমা উল্লেখ করে এই বয়সের বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারলে
	২	কৈশোর কালের বয়স সীমা উল্লেখ করে এই বয়সের যে কোন দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে লিখতে পারলে
	১	রাব্বির বয়স যে কৈশোর /বয়ঃসন্ধিকাল তা উল্লেখ করতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

রাব্বির কার্যকলাপ তার বয়সের সাথে মানানসই। ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স কৈশোরকালীন বয়স। এই বয়সের শিশুরা কৈশোরকাল বা বয়ঃসন্ধিকালে অবস্থান করে। এই সময় তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বয়সের ছেলে মেয়েরা বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে। অর্থাৎ যে বিষয়গুলো চোখে দেখা যায় না ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে পারে। যেমন- স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি। তাদের মধ্যে নিজস্ব একটা মূল্যবোধ তৈরি হয়। তাই তারা মা / বাবা, পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের পছন্দের বাইরে নিজস্ব রুচি, পছন্দ প্রকাশ করতে পারে। ফলে অনেক সময় মা-বাবার সাথে তাদের মত বিরোধ তৈরি হয়। উদ্দীপকে রাব্বির মধ্যেও আমরা উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই। যেমন রাব্বি বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে এবং নিজস্ব মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন। তাই উপরোক্ত বিশ্লেষণে বলা যায় রাব্বির বয়সই তার বিকাশমূলক কার্যকলাপের প্রতিফলন ঘটায়।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (ক)	১	টডলারহুড কাকে বলে / টডলারহুডের সংজ্ঞা / বয়স উল্লেখ করতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৫নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর:

নবজাতক শিশুর জীবনের ২য় বছরকে বলে টডলারহুড।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (খ)	২	শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমালে তার বিভিন্ন চাহিদা বুঝতে পারা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানোর যে কোন ১টি গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৫নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর:

জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরুরি। কারণ শিশুর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা থাকে। শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমালে মা শিশুর চাহিদাগুলো বুঝতে পারেন এবং বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন। এ ছাড়াও শিশুর আশে পাশে মা বাবার উপস্থিতি তার জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (গ)	৩	শিশু পরিচালনায় শিশুকে প্রশংসা করা নীতি ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে মিলিয়ে দিতে পারলে
	২	শিশু পরিচালনায় শিশুকে প্রশংসা করা নীতিটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	শিশু পরিচালনায় শিশুকে প্রশংসা করা নীতির নাম লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৫নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর:

সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে শিশুকে মনমতো ছাঁচে গড়ে তোলার জন্য শিশু পরিচালনার কিছু নীতি আছে। শিশুর জীবনে কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। তার চারপাশের পরিবেশ থেকে সে শেখে। এ কারণে শিশুকে আদর্শ পরিবেশে প্রতিপালন করতে হয়। আদর্শ পরিবেশের জন্য শিশু পরিচালনার নীতিগুলোর মধ্যে শিশুর প্রশংসা করা একটি উল্লেখযোগ্য নীতি। এই নীতিতে শিশুকে তার যে কোন ধরণের ভালো কাজ বা গুণের জন্য তার সামনেই তার প্রশংসা করতে হয়। প্রশংসা করলে শিশুর কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে । সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। অন্যের প্রশংসা করতে শেখায়। শিশুর কাজের ভালো দিক তুলে ধরলে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কোন না কোন ভালো গুণ বা আচরণ থাকে। এই ভালোগুণের বা আচরণের প্রশংসা করা হলে শিশু ভালো কাজগুলো বার বার করে। সে বুঝাতে পারে সে কি কি করতে পারে এবং তার মধ্যে কি কি গুণ আছে। তাই উদ্দীপকে দেখা যায় আবিরকে তার মা বকা ঝকা না করে তার ভালো কাজগুলোর প্রশংসা করেন। তাতে দেখা যায় আবিরের আত্ম বিশ্বাস ও কাজের প্রতি উৎসাহ বেড়ে যায়।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (ঘ)	৪	মনস্তাত্বিক চাহিদা গুলো যেমন স্বীকৃতি, স্নেহ সাফল্য ইত্যাদি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে এ বিষয়গুলো যে আরমানের উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন তা যুক্তি সহকারে দেখাতে পারলে
	৩	শিশুর মনস্তাত্বিক উপাদান গুলোর নাম লিখে তার ব্যাখ্যা দিয়ে সঠিক যুক্তি না দিতে পারলে বা দুর্বল যুক্তি দিলে
	২	শিশুর মনস্তাত্বিক চাহিদাগুলোর নাম উল্লেখ করে যে কোন একটির ব্যাখ্যা দিতে পারলে
	১	মনস্তাত্বিক চাহিদার নাম গুলো উল্লেখ করতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৫নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

আরমানের বিষয়ে শিক্ষকের মন্তব্যটি সঠিক। শিশু পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো শিশুর মনস্তাত্বিক চাহিদা পূরণ করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে এই মনস্তান্তিক চাহিদা থাকে। এই চাহিদাগুলো হলো স্বীকৃতি, স্নেহ, সাফল্য একটি শিশু যেমন তাকে তেমনভাবে গ্রহণ করা হলো শিশুকে কবলে সে উৎসাহিত বোধ করে ও সুখী থাকে। শিশুকে স্নেহ করলে সে নিরাপদ বোধ করে। তখন সে পরিবেশকে ভয় পায় না। ফলে তার মধ্যে আস্থা ফিরে আসে। সাফল্য আরেকটি চাহিদা। প্রত্যেক শিশু সাফল্য চায়। একটি শিশুর ভালো কাজের দিকগুলো তুলে ধরলে সে পরিতৃপ্তি পায়। এই উৎসাহ তাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

উদ্দীপকে আরমানের মধ্যে আমরা মনস্তাত্বিক চাহিদাগুলো পূরণ হতে দেখি না। তাকে সবাই বকাঝকা করে। তার ভালো কাজের প্রশংসা কেউ করে না। সে কারণেই সে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে না। এ বিষয়ে তার মা তার শিক্ষকের সাথে আলাপ করলে শিক্ষক তার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তার মনস্তাত্বিক চাহিদা পূরণের কথা বলেছেন। উপক্তো বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায় শিক্ষকের মন্তব্যটি সঠিক।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (ক)	১	প্রোটিনের সংজ্ঞা দিতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

প্রোটিন একটি খাদ্য উপাদান।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (খ)	২	কার্বোহাইড্রেট খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে আমরা শরীরে তাপ ও কর্মশক্তি পাই তা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	কার্বোহাইড্রেট দেহে তাপ ও কর্মশক্তি সরবরাহ করে / যে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা কার্বোহাইড্রেটের প্রধান কাজ। এই জন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলে। কার্বোহাইড্রেটের কারণে আমরা শরীর শক্তি পাই এবং বিভিন্ন কাজ করতে পারি। গ্লুকোজ জাতীয় কাজে কার্বোহাইড্রেট আমাদের মস্তিষ্ক সচল রাখে। একারণেই খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (গ)	৩	বেরিবেরি /থায়ামিনের/ বি-১ অভাবের লক্ষণ বর্ণনা করে তা উদ্দীপকের রহিমার রোগের লক্ষণের সাথে মিলিয়ে দিতে পারলে
	২	বেরিবেরি /থায়ামিনের/ বি-১ অভাবজনিত রোগের লক্ষণ লিখতে পারলে
	১	বেরিবেরি /থায়ামিনের/ বি-১ অভাবজনিত রোগ উল্লেখ করতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

রহিমা ভিটামিন বি বা থায়ামিনের অভাবে ভুগছে। থায়ামিন পানিতে দ্রবণীয় একটি ভিটামিন। শরীরে এই ভিটামিনের অল্প ঘাটতি হলেই শারীরিক মানসিক অবসাদ, ক্ষুধামন্দা, খিটখিটে মেজাজ, অনিদ্রা, ওজন হ্রাস ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়া থায়ামিনের ঘাটতি শরীরে বেশি পরিমাণে হলে বেরিবেরি রোগ হয় এই রোগে হাত পা অবশ হয়ে যায়। হৃৎপিন্ড দুর্বল হয়ে যায় এনিমিয়া দেখা দেয়। উদ্দীপকে দেখা যায় রহিমার ঠিকমত ঘুম হয় না। সে অস্থিরতা বোধ করে মাঝে মাঝে তার হাত পা অবশ মনে হয়। এতে মনে হয় রহিমা থায়ামিনের অভাবজনিত রোগে ভুগছে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (ঘ)	৪	ভিটামিন ডি অন্ত্র হতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস লবণ শোষণে সহায়তা করে। হাড় ও দাঁতের পুষ্টি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে উদ্দীপকের সালেহার ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে
	৩	কোমড় ও পায়ের ব্যথা দূর করতে ভিটামিন ডি এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলে
	২	ভিটামিন ডি এর দুইটি গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	ভিটামিন ডি এর একটি গুরুত্ব লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

কোমড় ও পায়ে ব্যথা দূর করার জন্য ভিটামিন ডি কার্যকর। গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মা ও বয়স্কদের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। কোমড় ও পায়ে ব্যথা হয়। ক্রমশ হাড় দুর্বল হওয়ার ফলে হাতের উপর ভর দিয়ে চলতে হয়। শেষ অবস্থায় পায়ের হাড় ও মেরুদন্ড বাকা হয়ে যায়। উদ্দীপকে দেখা যায় সালেহা ঘন ঘন সন্তান জন্ম দিচ্ছে। তার তৃতীয় সন্তানের জন্মের পর ইদানিং তার দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে কোমড় ও পায়ে ব্যথায় সে দাড়াতে পারে না। আমরা জানি ভিটামিন ডি অন্ত্র হতে ক্যালসিয়াম ফসফরাস ইত্যাদি লবণ শোষণে সহায়তা করে হাড় ও দাঁতের পুষ্টি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লেখিত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায় সালেহার কোমড় ও পায়ের ব্যথা দূর করতে ভিটামিন ডি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (ক)	১	বুফে পরিবেশনের সঠিক সংজ্ঞা লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

অতিথির সংখ্যা বেশী হলে, জায়গা কম থাকলে সে ক্ষেত্রে টেবিলে খাবার সাজিয়ে অতিথিদের পছন্দমত খাবার নিয়ে যে কোন স্থানে গ্রহণ করাকে বুফে পরিবেশন বলে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (খ)	২	মেনু তৈরিতে খাদ্যের স্বাদ, বৈচিত্র ও মূল্য সাশ্রয়ের জন্য আবহাওয়া ও মৌসুম গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	মেনু তৈরিতে খাদ্যের স্বাদ, বৈচিত্র ও মূল্য সাশ্রয়ের জন্য আবহাওয়া ও মৌসুম গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই কথাটি লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর:

মেনু তৈরিতে খাদ্যের স্বাদ, বৈচিত্র ও মূল্য সাশ্রয়ের জন্য আবহাওয়া ও মৌসুম গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া অনুযায়ী মেনু তৈরি করলে তা পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য সম্মত হয়। অন্যদিকে মৌসুমী খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্যতার কারণে পুষ্টিকর সুস্বাদু, সহজলভ্য, স্বাদে বৈচিত্রময় ও মূল্য সাশ্রয়কারী খাদ্য তালিকা তৈরি করা যায়।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (গ)	৩	পুডিংয়ের ৪ জনের রেসিপিসহ প্রস্তুত প্রণালী লিখতে পারলে
	২	পুডিংয়ের শুধু রেসিপি লিখতে পারলে
	১	পুডিংয়ের শুধু উপকরণ লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর:

নীম্নে রেসিপি অনুযায়ী পুড়িং এর প্রস্তুত প্রণালী ব্যাখ্যা করা হলো-

উপকরণ	পরিমাণ	প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিমাণও পরিবেশন সংখ্যা
ডিম	৩টি	৫০০ গ্রাম প্রায় ৪ পরিবেশন
দুধ	৫০০ গ্রাম (ঘন)	
চিনি	৩ টেবিল চামচ	
ভেনিলা এসেন্স	৪ ফোঁটা	

ক) পুডিং তৈরির পাত্রে চিনি ক্যারামেল (উনুনের ওপরে বেশী তাপে চিনি গলিয়ে বাদামী রং করা) করে নিতে হবে।
খ) অপর একটি পাত্রে ডিমগুলো ভালোভাবে ফেটাতে হবে। ফেটানো ডিমের সাথে দুধ চিনি মেশাতে হবে।
গ) পুডিং তৈরির পাত্রটি ঠান্ডা করে তাতে উক্ত মিশ্রনটি (ডিম+দুধ+চিনির) ঢালতে হবে।
ঘ) বড় সসপ্যানে ফুটানো পানি দিয়ে দুধ-ডিম মেশানো পাত্রটি মুখ বন্ধ করে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে পত্রাটির ১/৩ অংশ পানিতে ডুবে থাকে।
ঙ) চুলার আঁচ মাঝামাঝি করে ১ ঘন্টা ফুটাতে হবে।
চ) পুডিং সম্পূর্ণরূপে জমে গেলে ঠান্ডা করে নিতে হবে।
ছ) ঠান্ডা হলে ছুরি দিয়ে পুডিং এর চারদিক ছাড়াতে হবে। প্লেটে তৈরি করা পুডিং এর পাত্রটির উল্টে পুডিং ঢেলে নিতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (ঘ)	৪	খাবারকে একইরকম মানসম্মত, সুস্বাদু ও মজাদার করার জন্য রেসিপিতে প্রয়োজনীয় উপরকণ সমূহের তালিকা, পরিমাণ, রন্ধন পদ্ধতি ও পরিবেশন সংখ্যা উল্লেখ করা হয় বলে খাদ্য প্রস্তুতে রেসিপি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারলে
	৩	রেসিপির যে কোন দুটি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যঅ করতে পারলে
	২	রেসিপির সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	রেসিপির সংজ্ঞা লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর:

রেসিপির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উদ্দীপকে উল্লেখিত সাকিরার মা মন্তব্যটি করেন। রেসিপি এমন একটি নির্দেশক যা কীভাবে এবং কী কী উপরকরণ, কী পরিমাণ ব্যবহার করে রান্না হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। কাজেই খাবারকে একই রকম মানসম্মত, সুস্বাদু ও মজাদার করে পরিবেশেন করতে হলে রেসিপির প্রয়োজন।
একটি আদর্শ রেসিপিতে উপরকণসমুহের তালিকা, পরিমাণ, রন্ধন পদ্ধতির প্রণালী লিখিত থাকে। ফলে রেসিপি থেকে খাবার প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো মেপে নেয়া হয় ফলে কোন জিনিষের অপচয় হয় না।পরিবেশন সংখ্যা উল্লেখ থাকায় কতজন লোক খেতে পারবে তা সহজেই অনুমান করা যায় এবং পরিবেশনের কাজটি সহজ হয়।
রেসিপি অনুসরণ করে যে কোন নতুন রান্না আয়ত্তে আনা যায়। মেনুর সাথে রেসিপির নির্দেশনা থাকলে দক্ষ পাচক অতি সহজেই তা অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। পাচকদের নিকট রেসিপি থাকলে রান্না করা খাবারের মান ও পরিমাণ যাচাই করতে সুবিধা হয়। কাজেই যে কোন খাদ্য প্রস্তুত করতে রেসিপি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়-সাকিরার মায়ের মন্তব্যটি যথাযর্থ।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (ক)	১	পল্লব তন্তুর সঠিক সংজ্ঞা লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর:
গাছের পাতা, মূল বা ডাটা থেকে যে তন্ত পাওয়া যায় তাবে পল্লব তন্তু বলে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (খ)	২	রেসিলিয়েন্সি সঠিক সংজ্ঞা লিখে তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	রেসিলিয়েন্সির সঠিক সংজ্ঞা লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর:

রেসিলিয়েন্সি বয়ন তন্তুর একটি গৌণ গুণ। তন্তুকে ভাঁজ করা, মোচড়ানো বা কুচকানোর পর আগের অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতাকে রেসিলিয়েন্সি বলে। বস্ত্রের কুঞ্চন প্রতিরোধের জন্য এ গুণটি থাকা প্রয়োজন। বস্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা ভালো থাকলে রেসিলিয়েন্সি ভালো হয়।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (গ)	৩	প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যাখ্যা দিয়ে উদ্দীপকের সাথে সংযোগ ঘটাতে পারলে
	২	প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যাখ্যা দিতে পারলে
	১	প্রাকৃতিক তন্তু লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর:

মরিয়ম বেগম প্রাকৃতিক তন্তু বেশী ব্যবহার করেন। উদ্ভিজ, প্রাণীজ বা মাটির নিচ থেকে প্রাপ্ত তন্তুকে প্রাকৃতিক তন্তু বলে। তিসি বা মসিনা গাছের কান্ড থেকে লিলেন তন্তু পাওয়া যায়। অন্যদিকে তুলা বীজের চারপাশে যে আঁশ থাকে তা থেকে সুতি তন্তু পাওয়া যায়। উদ্ভিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত সুতি ও লিনেন প্রাকৃতিক তন্তুর অন্তর্গত কাজেই বলা যায় মরিয়ম বেগম প্রাকৃতিক তন্তু বেশী ব্যবহার করেন।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (ঘ)	৪	সুতি তন্তু সহজলভ্য আরমাদায়ক, সাশ্রয়ী মূল্য ও বহুবিধ ব্যবহারিক দিক থাকায় সুতী তন্তুকে তজুর রাজা বলা হয়-যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করতে পারলে
	৩	সুতি তন্তুর ২টি সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	২	সুতি তন্তুর যে কোনো ১টি সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	সুতি তন্তুর সুবিধা শুধু উল্লেখ করতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের ক্ষেত্রে

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

হ্যাঁ, এই ধারনার সাথে আমি একমত। তুলা তন্তু সহজলভ্য আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায়। বহুবিধ ব্যবহারিক দিক থাকায় অন্যান্য তন্তুর চেয়ে সুতি তন্তু এগিয়ে আছে বলে একে তন্তুর রাজা বলে। এই তন্তুর তৈরি কাপড় পরিধেয় বস্ত্র হতে শুরু করে বিছানার চাদর, শাড়ি, গামছা লুঙ্গি, মশারী, লেপ, সোফার কভার, ন্যাপকিন, ঘর সাজাবার সামগ্রী ইত্যাদি কাজে ব্যবহার হয়।

আবার এই তন্তুর কাপড় যত্ন নেয়া সহজ। গরম পানি দিয়ে সিদ্ধ করা যায়। কারণ এই তন্তু বেশী তাপ সহ্য করতে পারে। ইস্ত্রি ব্যবহারে বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় না। এই তন্তু তাপ পরিবাহক হওয়ায় সব ধাতুতে ব্যবহার করা যায়। উপরোক্ত গুণাবলী বিবেচনায় সুতী তন্তুকে 'তন্তুরাজ' বলা যৌক্তিক।